**পিপিডি সচিবালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

**শেখ হাসিনা**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা ২৮ কার্তিক ১৪১৯, ১২ নভেম্বর ২০১২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ রুহুল হক,

চীনের জাতীয় জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা কমিশনের উপমন্ত্রী মি. চেন লী,

ভারতের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব গোলাম নবী আজাদ,

সহকর্মীবৃন্দ,

কূটনীতিকবর্গ,

সম্মানিত ডেলিগেটবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী।

                        আসসালামু আলাইকুম Good Morning to you all.

Partners in Population and Development (PPD) এর বোর্ড সভা, নির্বাহী কমিটির সভা এবং আইসিপিডি'র দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সদস্য দেশসমূহের প্রতিনিধিদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পাশপাশি আজকে পিপিডি সচিবালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা।

পিপিডি'র ১০টি প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশ দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা প্রসারে সক্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

এটা অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক যে, প্রতিষ্ঠার পর থেকে পিপিডি'র সদস্য সংখ্যা ১০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২ সালে এসে ২৫-এ উন্নীত হয়েছে। বিশ্বের ৫৭ শতাংশের বেশি মানুষ এই ২৫টি দেশে বসবাস করেন।

প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক এজেন্ডা বাস্তবায়নে দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা যাতে গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে, সেজন্য বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ঢাকায় পিপিডি'র সচিবালয় স্থাপন এবং এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য আমরা সব ধরনের লজিস্টিক এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছি।

আইসিপিডি'র কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সবসময়ই প্রতিশ্রুতিশীল থেকেছে। আমাদের বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন এবং সেগুলোর বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে তার যথাযথ প্রতিফলন ঘটেছে।

ফলে বাংলাদেশের প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক কর্মসূচি এ অঞ্চলের মধ্যে দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম সফল কর্মসূচি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

১৯৭০ এর দশকে বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু হয়। সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার এবং বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণে মোট প্রজনন হার অর্থাৎ টিএফআর হ্রাসে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ৭০ দশকে টিএফআর ছিল ৬ দশমিক ৩। গত বছরের হিসেবে তা ২ দশমিক ৩-এ নেমে এসেছে।

১৯৭৫ সালে জন্মনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার অর্থাৎ সিপিআর যেখানে ৭ দশমিক ৭ ভাগ ছিল, ২০১১ সালে তা ৬১ দশমিক ২ ভাগে উন্নীত হয়েছে। ফলে ১৯৭৪ সালের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২ দশমিক ৬১ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১১ সালে ১ দশমিক ৩৭ শতাংশ হয়েছে।

২০০১ সালে মাতৃমৃত্যুর হার ছিল প্রতি লাখে ৩২২ জন। ২০১০ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৯৪ জনে। অর্থাৎ ৯ বছরে মাতৃমৃত্যুর হার কমেছে প্রায় ৪০ শতাংশ। ফলে এমডিজি-৫ অর্জনের পথে বাংলাদেশ সঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছে।

আমরা নারীর ক্ষমতায়নের পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। এ পর্যন্ত সারাদেশে প্রায় ১২ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। প্রতি ৬ হাজার মানুষের জন্য আমরা একটি করে কম্যুনিটি স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি।

সুধিবৃন্দ,

১৯৬০ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত বাংলাদেশে উচ্চ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। তবে, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলে মোট প্রজনন হার ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। আশা করা হচ্ছে, ২০১৫ সাল নাগাদ জন্ম ঊর্বরতার হার প্রতিস্থাপন পর্যায়ে নেমে আসবে।

বর্তমানে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী জনসংখ্যা আমাদের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ। এই বিশাল যুব শ্রেণী বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ হিসেবে কাজ করবে। মোট কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা বাড়ছে এবং যুব নির্ভরশীলতা হ্রাস পাচ্ছে। অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম পূর্ণবয়স্ক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আমাদের দেশ উপকৃত হবে।

আপনারা জানেন, ১৯৯৬ সালে ঢাকায় পিপিডি সচিবালয় স্থাপিত হয়। স্বাগতিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তখন থেকেই বাৎসরিক ২০ হাজার মার্কিন ডলার প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। সচিবালয় পরিচালনায় বাংলাদেশ সরকার এ পর্যন্ত ৬ লাখ মার্কিন ডলার প্রদান করেছে।

সরকার পিপিডি সচিবালয় এবং এর নির্বাহী পরিচালককে বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি কূটনীতিক মিশন এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার মতই কূটনৈতিক মর্যাদা প্রদান করেছে।

পিপিডি সচিবালয় এবং এর কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর মতই সুযোগসুবিধা এবং কূটনৈতিক দায়মুক্তি ভোগ করছেন। সংস্থায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারির আয়কে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া সচিবালয়ের জন্য যানবাহন ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি আমদানির ক্ষেত্রেও কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিদ্যুৎ, পানি ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থাসহ সুসজ্জিত অফিস স্থাপন করে দেওয়া হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা পিপিডি সচিবালয় স্থাপনের জন্য ৬৪ ডেসিমেল জমি বরাদ্দ দিয়েছি। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ১ লাখ ৭১ হাজার মার্কিন ডলার ব্যয়ে এই জমি ক্রয় করেছে। যার বর্তমান মূল্য প্রায় ৫.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

সচিবালয় নির্মাণের কাজ শুরুর পর স্বাগতিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ নির্মাণ কাজের জন্য আরও ৫০ হাজার ডলার বরাদ্দ করেছে। সময়মত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য আমার সরকার সব ধরনের সহায়তা ও সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। এই সচিবালয়ের উন্নয়নের জন্য আমার পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

সুধিবৃন্দ,

বিশ্বের অনেক দেশের মত জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকারকেও বিভিন্ন ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

উন্নয়ন দেশগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রজনন স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কিত বিষয়গুলো সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার পিপিডি এবং দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতাকে অব্যাহত সহায়তা প্রদানে বদ্ধপরিকর।

পারস্পরিক সহযোগিতার এবং সমর্থনের মাধ্যমে প্রজনন এবং পরিবার কল্যাণ সম্পর্কিত বিষয়ে অচিরেই আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে পারব- এ আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

সবাইকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

---